পটভূমি কম্পমানঃ আশিস সান্যাল। প্রথম প্রকাশঃ বৈশাখ—১৯৫৯।
বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯
থেকে শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেছেন

এবং

এলায়েড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০৯-সি বিধান সরণী, কলকাতা-৬ থেকে
শ্রীবিমল বেরা ছেপেছেন।

পিতৃদেব
৺বিজেন্দ্রচন্দ্র সান্যালের
স্মৃতির উদ্দেশে

॥ সূচীপত্র ॥

পটভূমি কম্পমান

এ কোন্ উদ্‌ভ্রান্ত হাওয়া? ছলাৎ চঞ্চল জলের প্রবাহ?
এ কোন্ দিগন্ত জুড়ে বিপুল বর্ষণ?
বিদ্যুৎ স্যাবারে কোন ত্রস্ত বনস্থলী ভয়ানক আন্দোলিত?
মেঘে মেঘে ঘোষিত এখন
এ কোন চৈতন্যবাহী জলীয় ঝঙ্কার উদ্দাম উদ্ধত ধ্বনি?

হে ত্রিকালদর্শী সপ্তর্ষি আকাশ!
এ কোন্ দিনান্তে আমি নিপতিত?
যে দিকে তাকাই
    শুধু ভাঙনের প্রতিধ্বনি।
আচ্ছাদিত অন্ধকারে চেয়ে দেখি আর
            ক্ষয়িষ্ণু শৃগাল
                    কম্পমান মৃত্যুভয়ে।
গেরিলা মরশুমী
দিকে দিকে নিনাদিত এ কোন প্রান্তরে?

কোনদিকে ফিরে যাবো তবে?
রক্তভয় মৃত্যুভয় থেকে
    নন্দন কাননে কোন কুড়াবো বকুল?
গাঁথবো নিরভ্র মালা?
প্রেয়সীর ঘরে
শয্যার ছড়াবো কোন প্রত্যাশার বিস্তীর্ণ মুকুল?

কোনোদিকে পথ নেই।
    ফিরবার
সমস্ত দুয়োর রুদ্ধ।
    সর্বত্র ভীষণ
উত্তাল স্রোতের ধ্বনি।
বাতাস কামান।
    ভাঙবেই ব্যর্থতার দীর্ণ পটভূমি।

এক যুগ আলোকিত।
তারপর ক্ষণিক আঁধার
পুনর্বার জাগরণে সেই অন্ধকারে
আলোড়নে হেঁকে ওঠে প্রত্যাশী বিমান।
রক্তে পরিস্নাত হয় বসুন্ধরা।
                    গঞ্জে ও খামারে
আসন্ন জন্মের লগ্নে
কেঁপে ওঠে পটভূমি গর্ভিনী মাতার।

কম্পমান পটভূমি।
কোনোদিকে আর
    ফিরবার পথ নেই।
চতুর্দিকে অবিরত জলীয় ঝঙ্কার
    ভয়াল বিপুল শব্দ।

ইতিহাস গর্জে ওঠে।
রক্তে তার অভিরাম জেগে ওঠে ধ্বনি।
কোথাও বিদ্যুৎ ফোটে,
স্বাগত প্রথম রৌদ্রে
যেন তার উদ্ভাসিত শ্ধ্বনি প্রতিধ্বনি॥

জন্ম মুহূর্তের জন্য

হিংস্র জাগুয়ারের পদশব্দে জেগে উঠলাম।

চেয়ে দেখলাম।
আকাশের পশ্চিম কিনার ঘেঁসে
এক ঝাঁক গাঢ় নীল অন্ধকার
ছুটে চলেছে
শব্দময় প্রত্যুষের দিকে।

তৃষ্ণায় আমার সমস্ত শরীর
কেঁপে উঠলো।
রক্তের অবিস্মরণীয় স্তব্ধতায়
এক কোটি বৎসর আগে
নীলনদের অববাহিকায়
যে সব মানুষেরা নিহত হয়েছিল,
তাদের অসহায় কণ্ঠ
ভয়ানক আর্তনাদ করে উঠলো।

অথচ প্রত্যুষের দিকে
রক্তাক্ত পাখিরা
নিহত শাবকের মৃত্যু সংবাদ ঠোঁটে করে
অবিরাম ছুটে চলেছে।

তাদের ডানার ঝটপট শব্দে
সমস্ত চরাচর
প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো।
এক প্রত্যাশিত জন্ম মুহূর্তের জন্য।

পুনর্জন্মের প্রার্থনায়

সমস্ত দিন
ধূলিরুক্ষ ঘাসের উপরে হেঁটে হেঁটে
পাখিরা
বারুদের স্তূপাকার গন্ধ ঠোঁটে করে
উড়ে গেলো
সন্ধ্যার দুঃখনীল ঘন অন্ধকারের দিকে।

শহরতলীর ঘোমটা টানা রাস্তায়
যেতে যেতে
দেখতে পেলাম
এক দিগন্ত স্তব্ধতার মধ্যে
প্রাগৈতিহাসিক যুগের
প্রথম দুর্ঘটনার ক্ষত বিক্ষত চিহ্ন।

অথচ তাকে ধারণ করার
কোনও অনুভূতি
রক্তের গভীরে
অনুভব করতে পারলাম না।

কেবলমাত্র যারা নিহত হয়েছে
সংবাদে প্রকাশিত তাদের নাম
বুকের মধ্যে
সযত্নে লালন করতে লাগলাম।

যখন অন্ধকারের পেশল বুকে মাথা রেখে
রাত্রি গর্জে উঠবে—
সমস্ত চরাচরে ছড়িয়ে পড়বে
তার বিষাক্ত নিশ্বাস
আর দিগন্ত থেকে
শববাহকেরা
সূর্যের মৃতদেহ নিয়ে
শহরের প্রতিটি দরজায়
কশাঘাত করতে থাকবে

তখন তাদের মৃত আত্মাকে
কাঁধে নিয়ে
অতীত থেকে বর্তমানে
বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে
পুণর্জন্ম প্রার্থনায়
আমি অনবরত ছুটতে থাকবো।

চোখ মেলতেই

চোখ মেলতেই
একরাশ গাঢ় নীল অন্ধকার
শব্দ করতে করতে
উড়ে গেল ঈশান থেকে নৈঋতের দিকে।

চতুর্দিকে
কেঁপে উঠলো হিংস্র জাগুয়ারের আর্তনাদ।

সেই দৃশ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
আমি প্রশ্ন করলাম:
'কোন মমতাহীন অন্ধকারে
সুদীর্ঘ যাত্রার শেষে
তুমি আমাকে বন্দী করতে চাও?'

কোনো উত্তর হলো না।
কেবল ক্ষুধার্ত সিংহের পদশব্দে
ত্রস্ত হরিণেরা
এক গভীরতর স্তব্ধতার দিকে
ছুটে পালালো।
প্রতিটি বৃক্ষের বুকে
স্পন্দিত হতে থাকলো সেই সন্ত্রস্ত প্রতিধ্বনি।

আমি চিৎকার করে উঠলাম।

তার প্রতিশব্দে
এক ঝাঁক মাছরাঙা পাখি
ডানা ঝটপট করে
শূন্যতা থেকে আরো এক জ্ঞানময় শূন্যতার দিকে
উড়ে গেল।
আমার চারদিকে
ছড়িয়ে পড়তে থাকলো তাদের মসৃণ পালক।

সেই সব পালক সংগ্রহ করতে করতে
অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে।
আমি অবিরাম ছুটে চললাম।

কোথায় বিদ্যুৎ ফোটে

কোথায় বিদ্যুৎ ফোটে?
কোনখানে সূর্যোদয়ে পরিশ্রুত এখন আকাশ?
তরমুজের মতো স্নিগ্ধ
তৃষ্ণার ভেতরে
কোথায় আঁধার ছিঁড়ে
উড়ে যায় আলোড়নে শুভ্র সব দীপ্ত পাতিহাঁস?

সেইখানে ফিরে যাবো
শীর্ণা সেই নদীতীরে অলখ নির্জনে,
যেখানে ভোরের হাওয়া
বিলের সংলগ্ন স্মৃতি ঠোঁটে করে স্তব্ধ বাঁশবনে
ছড়ায় নির্জন বৃষ্টি—
শ্রাবণ মেঘের মতো পরিপূর্ণা যেথায় মোহিনী
বুকের ভেতরে রুদ্র থরবায়ু
শান্ত করে অবিরাম প্রখর বর্ষণে
সেইখানে ফিরে যাবো
শীর্ণা সেই নদীতীরে অলখ নির্জনে।

এখন আরেক দৃশ্য।
ঋতু বদলের হাওয়া স্পষ্টতর দেবদারু গাছে,
শিশির ঝরার শব্দে
অন্য এক প্রতিধ্বনি দূর থেকে দূরে
ভেসে যায় ক্রমাগত।
তৃষ্ণার ভেতরে
অন্য মেঘ উড়ে যায় দীপ্ত অভিলাষে।

ভোর হতেই

সমস্ত রাত ধরে একটা হিংস্র অন্ধকার
বুকের চারপাশে
শব্দহীন হেঁটে বেড়ালো।
তারপর ভোর হতেই
ডানা ঝটপট করে
উড়ে গেলো এক অবিস্মরণীয় স্তব্ধতার দিকে।

অনেকটা দূরে
দেখা গেল,
এক ঝাঁক শব্দহীন রাজহাঁস
উত্তাল সমুদ্র ছুঁয়ে
ভেসে আসছে।
প্রভাতের সিংহ-দরজায়
তাদের প্রতিধ্বনি।

মনে হলো যেন অনাদিকাল ধরেই
কুটিল হিংস্রতা
বুকের মধ্যে ঝটপট করছিলো।
আর সমস্ত রাত
তার পদচারণার শব্দ
কেঁপে কেঁপে উঠছিলো।

ভোর হতেই
ত্রস্ত হরিণের মতো সেই অন্ধকার
ছুটে পালালো
অন্য এক নিরাবরণ স্তব্ধতার দিকে।
সমস্ত আকাশ
তোমার মুখের মতো প্রত্যাশায়
অন্ধকারে জ্বলে উঠলো।

সমস্ত রাত ধরে

সমস্ত রাত ধরে তোমায় অনুধাবন করলাম।
চলতে
চলতে
চলতে
একসময়—
ভয়ানক অবসাদের মধ্যে
চিৎকার করে উঠলাম।
সমস্ত আকাশ
জলতরঙ্গের মতো
স্বাভাবিক প্রত্যাশায় শব্দ করে উঠল।

শূন্য থেকে শূন্যে
অন্ধকারে—
এক সীমাহীন স্তব্ধতায়
হরিণ শিশুর মতো
ছুটতে
ছুটতে
ছুটতে
নক্ষত্রপুঞ্জের দেশে
এক হরিৎ অরণ্যের অন্তরালে
থমকে দাঁড়াল।

চলতে
চলতে
ছোটা
ছোটো মানেই তো জীবন
মানে প্রগতি
মানে বিস্ফোরণ।

সেই বিস্ফোরণের বুকে
ভালোবাসার বীজ রোপণ করে
আমি সমস্ত রাত ধরে তোমায়
অনুধাবন করে চললাম।

দু চোখ মেলার শব্দে

দু' চোখ মেলার শব্দে কেঁপে ওঠে বনভূমি,
উড়ে যায় দূরাকাশে চিল :
চলার শ্যামল ছন্দে যেন ফের উতলা নির্জনে
সন্ধ্যার নীলিমা গাঢ় নীল।

যেন মেঘ উড়ে যায় দুর্জয় বিশ্বাসে।
বৃষ্টির প্রবল শব্দে ফের
মনে পড়ে আমাদেরও এখানে আসার আগে
ভালোবাসা হয়েছিলো ঢের।

ক্লান্ত হলে

ক্লান্ত হলে বসে থাকবো কিছুকাল তোমার ছায়ায়,
তোমার চোখের থেকে কেড়ে নেবো ঘুম ;
নির্ভয়ে বলবো ডেকে প্রত্যাশার প্রাঞ্জল ইংগিতে—
আমাকে উজ্জ্বল করো অবেলার নন্দিত কুসুম।

তোমার চোখের জলে ভিজে ভিজে প্রত্যাশী শরীর
হয়তো বা হয়ে যাবে পিপাসার জল,
দেখবো দু'চোখ মেলে প্রতিদিন উজ্জ্বল আভাসে
কেমনে ভোরের নদী বহে অবিরল।

তৃষ্ণা

এত কাছাকাছি আছো তবু তৃষ্ণা,
তৃষ্ণা চক্ষে, তৃষ্ণা কণ্ঠমূলে :
যেখানেই কান পাতি সেই একই ধ্বনি—
বৃষ্টি দাও হে আকাশ তৃষ্ণার্ত মুকুলে।

এত কাছে আছো তবু তৃপ্তি নেই,
অতৃপ্ত অমল হাওয়া বুকের তিমিরে :
যেন আরো পেতে চাই, প্রেম চাই।
তৃষ্ণায় বিমল স্থির দুঃখের গভীরে।

তৃষ্ণায় আহত বক্ষ—শুধু তৃষ্ণা,
প্রত্যাশায় কেঁপে ওঠে 'প্রতি অঙ্গ মোর' ;
যেদিকেই চোখ মেলি অনন্ত ইথারে
যন্ত্রণায় আলোড়িত জ্যোতির্ময় ভোর।

এত কাছাকাছি আছো, তবু তৃষ্ণা,
তৃষ্ণা চক্ষে, তৃষ্ণা কণ্ঠমূলে :
যেখানেই কান পাতি সেই একই ধ্বনি,
বৃষ্টি দাও হে আকাশ তৃষ্ণার্ত মুকুলে।

জাগাও আনন্দে ফের

ভয়ানক গর্জে ওঠো। হে কঠিন দুঃখিত নীলিমা,
দু'হাতে সরিয়ে আজ বহমান ঘৃণিত আঁধার
ভাঙো সব সীমারেখা। জেগে উঠে বিপুল বিক্রমে
ব্যর্থতার ক্লান্ত-ছায়া ছিন্ন করো নির্ভীক আঘাতে।
বিদ্রোহে বিশুদ্ধ হও। বেদনার্ত জটিল প্রস্তরে
সুতীব্র আঘাত হেনে চূর্ণ করো স্থবির হতাশা :
নির্জন রাত্রির শেষে দ্বিধাহীন জাগরণে ফের
জাগাও সম্পন্ন বুকে বাঁচবার অমল উচ্চাশা।

এখন আনন্দ চাই। দিনান্তের শফেদ প্রান্তরে
চাই শুভ্র প্রেরণার উদ্ভাসিত আরেক কাহিনী।
প্রখর যন্ত্রণা শেষে মানুষের নির্ভয় মননে
চাই স্নিগ্ধ বারিপাত। হে পরম কাঙ্ক্ষিত সময়,
ঘৃণিত কুয়াশা ছিঁড়ে জাগরণে প্রত্যহ প্রান্তরে
জাগাও আনন্দে ফের চেতনার দীপ্ত বরাভয়।

সমস্ত রাত

সমস্ত রাত
তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখছিলাম
এক ঝাঁক বাদামি অন্ধকার
কেশর দুলিয়ে
ক্রমাগত ছুটে চলেছে
অন্য এক গভীরতর অন্ধকারের দিকে।

অথচ দূরে
সেই পরিচ্ছন্ন নীলিমার অববাহিকায়
দেখতে পেলাম
রাশীকৃত সোনালী রোদ্দুর
যেন আবির্ভাবের
অমৃত যন্ত্রণায় আন্দোলিত।

দুর্জয় প্রতিরোধের মধ্যে
অন্ধকারগুলিকে
ছিন্নভিন্ন করতে করতে
আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম:
'হে ভালোবাসা,
অন্য গ্রহের যন্ত্রণায়
পরিশুদ্ধ চৈতন্যের আলোকে আমাকে
উদ্ভাসিত কর।'

সমস্ত আকাশ
তোমার চোখের মতো নিরাময় প্রত্যাশায়
ঝলমল করে উঠলো।

এ কোন ভারতবর্ষ

উদ্‌ভ্রান্ত নীলিম হাওয়া।
যতদূর উদ্‌ভাসিত বিপুল প্রান্তরে
ভাঙনের প্রতিধ্বনি।
যেদিকে তাকাই—
বিপুল ঝঙ্কার বেগে বনরাজিনীল
ভয়ানক আন্দোলিত।

সর্বত্র ভীষণ
সমুদ্র মেঘের শব্দ
শব্দ.........শব্দ
চতুর্দিকে ভাঙনের শব্দিত বিষাণ
নিনাদিত পর্বতে প্রান্তরে।

এ কোন ভারতবর্ষ?
অগ্নিগর্ভ স্বদেশ আমার?
এ কোন কাঙ্ক্ষিত দিন ঝড়ের প্রহারে
দিকে দিকে কল্লোলিত?
কোথায় উন্মুখ আমি?
নতুন ফুলের
দুর্লভ সাধনা চেয়ে কোথায় এলাম?

ফিরে যাবো?
কোনদিকে ফিরে যাবো আজ?
যতদূর চাই
কম্পমান পটভূমি—

সর্বত্র ভয়াল দৃশ্য।
কালের রাখাল
যেন বা অন্তিম দৃশ্যে স্থির দ্বিধাহীন।

তাহলে সংশয় থাক।
গর্জে ওঠো নিমগ্ন হৃদয়—
কঠিন প্রস্তর ভাঙো,
ব্যর্থতায় নিবিড় কুয়াসা
চূর্ণ করে চৈতন্যের অমোঘ আঘাতে
গড়ে তোল প্রত্যাশার স্থির পটভূমি ।

এইবার

কোন খানে ফিরে যাবো?
যেদিকে তাকাই
আসন্ন জলীয় ঝঞ্ঝা ভীষণ উদ্দাম।
সর্বত্র ভয়াল শব্দ—

ধ্বংসের বিরুদ্ধে যেন নির্ভয় কৃপাণ
ধ্বনিময় দিকে দিকে।
রক্তাক্ত সময়
আচ্ছন্ন করেছে আজ
সংশয়ের মৌন বরাভয়।

ফিরবার পথ নেই।
চতুর্দিকে জুড়ে
অন্ধকার আন্দোলিত।

ড্রয়ার্স অরণ্যে ধ্বনি
ধ্বনিময় প্রতিহারী গ্রাম :
রক্তের ভেতরে শব্দ :
অন্ধকার
এইবার সূর্যোদয়ে সর্বশেষ চূড়ান্ত সংগ্রাম।

তাহলে বিদ্রোহ করো।
হে আকাশ!
হে অনন্ত জলরাশি নীল!
দুর্জয় প্রতিজ্ঞা বুকে
এইবার চূর্ণ করো ক্লান্তির মিছিল।

নিশ্চল প্রস্তর ভাঙো,
গর্জে ওঠো নির্ঘোষ বাসনা,
জন্মের প্রস্তুতি গড়ো।
আজন্ম আহত বুকে
এইবার দৃপ্ত করো
নিরাময় উজ্জ্বল এষণা।

এ কোন দুঃসহ রাত্রি

এ কোন দুঃসহ রাত্রি ?
চাপ চাপ রক্তের জোয়ার ?
এ কোন ধ্বংসের মুখে ঝড়ের উল্লাস ?
চতুর্দিকে ধাবমান
সন্ত্রাস বাহিনী।
যেন অন্ধকার
আবরণে পরিস্ফুট
দিগন্তের উর্ণনাভ নিথর আকাশ।

অথচ উজ্জ্বল স্পষ্ট।
সূর্যবীজ ভয়াল প্রান্তরে
অবিরাম উচ্চকিত।
অন্ধকার চূর্ণ করে
যেন দীপ্ত নবীন উত্থান
আলোড়িত দিকে দিকে।

মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙলাদেশ !
যন্ত্রণায় বিশল্যকরণী —
সংগ্রামে বিশুদ্ধ হও।
নতুন জন্মের
জাগরণে দীপ্ত কর এই স্থির বেদনার
ক্লান্ত পটভূমি।

বৃষ্টি দাও হে আকাশ !
বৃষ্টি দাও
দগ্ধ দীর্ণ বুকের প্রান্তরে—
দাও বজ্র বারিপাত—
শুভ্রতায় পূর্ণ কর
এই স্তব্ধ ব্যর্থতার নিভৃত আঁধারে।

এখন

এখন সমস্ত ভয় ভেঙে দিতে হবে।
স্তূপীকৃত কঠিন কুয়াশা
দু'হাতে সরিয়ে যেতে হবে।
মন থেকে
ব্যর্থতার পুঞ্জীভূত সমস্ত হতাশা
নির্ভয়ে সরাতে হবে দুর্জয় বিশ্বাসে।

এখন সময় দীপ্ত
চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি নিবিড় উজ্জ্বল।
রাশীকৃত পথের প্রস্তর
আঘাতে ভাঙতে হবে।
নাহলে হৃদয়
ক্রমশ বিনষ্ট হবে বাঁচবার নীরব সঞ্চয়।

হে আকাশ!
গঙ্গার মেঘনার বুকে বহমান ধ্বনিত প্রবাহ,
হে ত্রিকালদর্শী দুর্জয় মহিমা!
এবার আঘাত হানো
বুকের পাথরে।
ভাঙো সব সীমারেখা।
ভীরুতার নির্মম কুয়াশা
দু'হাতে সরিয়ে আজ শ্যামল উচ্ছ্বাসে,
জাগাও আনন্দধারা বুকের আঁধারে।

রূপক

নারী

কে বিষাদ শব্দরত তরল শরীরে
হে'টে যাও নির্ধারিত?
নিরবধিকাল
কোন প্রীতি ঠোঁটে করে
ছড়াও তৃষ্ণার্ত বুকে প্রত্যাশার গান;
কে তুমি আমারি মতো দ্রুতগতি প্রাণ?

নদী

আমি নদী তৃষ্ণার প্রদেশে।
পৃথিবীর যতো দুঃখ ভার
নির্ভয়ে বহন করি।
তুমি নারী কার
সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে
শুধোলে আমারে প্রশ্ন?
আমারি মতন
কে তুমি প্রেমিক মন কর উম্বোধন?

নারী

আমি নারী শাশ্বত সংসারে।
সমস্ত সময়
উন্মোচিত করি বক্ষ।
যেন ধ্বনিময়
আকাশের প্রতিধ্বনি বুকের তিমিরে
নির্ভয়ে গোপন করি।
যেন প্রতিবার
আমারে যে ডাক দেয় নিভৃত ক্ষমার

ডেকে নেই তারে রোজ
আমার সংসারে।
তবু মনে হয়,
আসেনি সে অশ্রুজলে প্রতিশ্রুতিময়।

নদী

সে প্রশ্ন আমারো বুকে।
বলো একবার
হে নারী, বিচিত্রাবতী
নিজস্ব শরীরে
রেখোছো কি প্রাণবন্ত প্রণয় নির্ঝর?
নীরবে বরিবে যাকে
সেই হবে প্রত্যাশিত অমোঘ নির্ভর?

নারী

কিছুই জানি না আমি।
শুধু জানি এই দেহভার
রেখেছি সযত্নে ভরে।
যে আমারে স্পর্শ দেবে
একদিন পরিণামে আমি হবো তার।

নদী

এতো নয় জীবনের শেষ পরিণাম।
আরো এক ক্ষুধার্ত সময়
প্রার্থিত স্বপ্নের শেষে পুনর্বার তোলে প্রতিধ্বনি।
অন্ধকার ক্লান্ত হয়—
দূর থেকে দূরে
আরেক বিস্ময় জাগে নির্বাচিত প্রত্যেক তিমিরে।

স্বপ্নে জাগরণে যেন একই ধ্বনি : শুধু কিছু চাই।
তাই বুঝি প্রতিধ্বনি সারাক্ষণ বুকের তিমিরে
ধ্বনিময় উচ্চারিত। প্রত্যাশায় যখনই তাকাই
এক ঝাঁক রাজহাঁস মুগ্ধতায় প্রত্যুষের দিকে
উড়ে যায় নির্ধারিত। আততায়ী শেষ অন্ধকার
অথচ অতৃপ্ত বুকে হানা দেয় ইসারা বিহীন:
আসন্ন ঝড়ের ধ্বনি শুধু একই স্বপ্নে জাগরণে
তৃষ্ণায় স্পন্দিত বুকে হেঁটে যায় স্থির দ্বিধাহীন।

স্বপ্নে জাগরণে শুধু একই ধ্বনি : চাই, শুধু চাই।
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছুঁয়ে তাই যেন আদিম আঁধার
অযুত আলোকবর্ষ পার হয়ে ক্রমশ নবীন
জন্মের বেদনা চাই। সর্বাধিক বিদ্রোহী প্রভার
আলোকে অমরাবতী স্নিগ্ধ হলে আবার নির্জনে,
কেঁপে ওঠে প্রতিধ্বনি কামনায় নিজস্ব মননে।

মৌলকণ্ঠ প্রতিধ্বনি

এত জাগরণ তবু জাগরণহীন আলো চৈতন্য অবধি।
রোদের ভেতরে দুঃস্থ রোদের ঝঙ্কার,
ভালোবাসা মধ্যরাত্রে শ্বাপদ সঙ্কুল বনে স্তব্ধ বনস্পতি।
এত প্রেম বিরাজিত তবু প্রেম তোমার আমার
কুয়াসায় ভেসে ভেসে ক্রমাগত ক্ষীণ;
মৌলকণ্ঠ প্রতিধ্বনি হেঁকে যায় প্রতিদিন অরব প্রান্তরে—
'মানুষ কি রমণীয় হবে কোনোদিন?'

কেননা রক্তাক্ত স্মৃতি যতদূরে প্রতিভাত মানব সংসার।
নিসর্গে বিজন বৃষ্টি প্রখ্যাত ছলনাঃ
প্রত্যেক কান্তারে বৃক্ষ অবনত। শাশ্বত আঁধার
হরিণের মতো ত্রস্ত যেন ধ্রুব মৃত্যুর উপমা।
সর্বত্র বিরাজে ক্লান্তি। নিমগ্ন উচ্ছ্বাসে
দুর্লভ কিশোরী এক কবেকার সজল আকাশে
চোখ মেলে স্নেহময়। গোপন পাহাড়ে
বাউল প্রেমিক তার হেঁটে যায় ম্লান অন্ধকারে।

শব্দময়, ধ্বনিময়, রৌদ্রময় প্রতিদিন প্রথম আগুনা।
জাগরণহীন আলো তবু দৃপ্ত চৈতন্য অবধি;
ক্রমে ক্লান্তি আবির্ভূত, ক্রমে দুঃখ আবির্ভূত, ক্রমে
নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে প্রতিহত নদী
প্রবল আঘাত হানে চৈতন্যের নির্জন প্রস্তরে—
ভেঙে যায় পটভূমি। ভেঙে যায়, নৈঃশব্দ্যে বিলীন
মৌলকণ্ঠ প্রতিধ্বনি হেঁকে যায় প্রতিদিন অরব প্রান্তরে-
'মানুষ কি রমণীয় হবে কোনোদিন?'

একদিন ভালোবেসে

সব দৃশ্য ভুলে যেতে চাই। দূরে অন্ধকারে
চিৎকারে বলিব, হায় তুমি
ভয়ানক অভিশাপে ব্যর্থ সব করেছো সরণী।
বিনষ্ট করেছো প্রীতি। ম্লান পরাজয়ে
বিক্ষত করেছো সব শুভ্রতম দুর্জয় প্রতিমা।
হায় ভালোবাসা, হায় সব শান্দিত নির্ঝর
একদিন ভালোবেসে বিনিময়ে তার
ভেঙেছে সমস্ত সৌধ, অবিরাম প্রতিঘাতে শ্রদ্ধেয় মহিমা।

অথচ তোমার প্রেমে কতোদিন উদ্ভাসিত করেছি প্রার্থনা।
কতোকাল আলোড়িত স্রোতের ভিতর
চেয়েছি নির্ভর স্পর্শ। হায়, কতোদিন
সরোবরে ধ্বনিরত হাওয়ার উচ্ছ্বাসে
শুনেছি তোমার নাম। কতোকাল তুমি
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে নম্রনত করেছিলে সব বনভূমি।

সেই সব প্রতিধ্বনি দ্যাখো ক্লান্ত স্মৃতির অনলে
নিরুপায় উচ্চকিত। কোথাও প্রান্তরে
নেই কোনো নির্ধারিত নীরব ফাল্গুনী। দূরে অন্ধকারে
চিৎকারে বলিব, হায় তুমি .
ভয়ানক অভিশাপে ব্যর্থ সব করেছো সরণী।

ধূসর মৃত্যুর মতো তাই আজ সর্বত্র ছলনা
দ্বিধাহীন অনুরত। হায় ভালোবাসা, হায় সব দুর্গম প্রতিমা,
একদিন ভালোবেসে বিনিময়ে তার
ভেঙেছো সমস্ত সৌধ, অবিরাম প্রতিঘাতে শ্রদ্ধেয় মহিমা॥

সারাটা আকাশ যেন

সারাটা আকাশ যেন অকস্মাৎ অদ্ভুত প্রাঞ্জল,
তোমার চোখের মতো
ক্রমশ দিগন্ত ছুঁয়ে প্রত্যাশায় ঝরে অবিরল।

অথবা মসৃণ হাওয়া
ছুঁয়ে যায় ছুটে এসে আকাশের ছায়া ঘন নীল,
তোমার চোখের জলে
অকস্মাৎ ভেঙে যায় দরোজার প্রতিহারী খিল।

যেন বা স্রোতের মতো
বুকের কিনার ঘেঁসে বহে যায় প্রত্যাশী নীলিমা,
চলার সজল শব্দে
কেঁপে ওঠে শব্দহীন ধ্বনিময় আন্তর মহিমা॥

তোমার মুখের থেকে

'তোমার মুখের থেকে নিরভ্র সজল
জেনে নেবো উজ্জ্বলতা।'
এই ভেবে একদিন পুষ্পিত শ্রাবণে
চেয়েছি অমোঘ স্পর্শ।
তুমি দৃপ্ত অঙ্গুলি হেলনে
বললে নীরব হেসেঃ
'চলেছো কোথায়?'
বললাম ঃ 'দূরদেশে—
আরো এক দুর্গম নির্জনে
এখন আমার ঘর।
তোমার মুখের
আলোকে জ্বালাবো দীপ
এই ভেবে
এসেছি তোমার কাছে নির্মেঘ ক্ষমায়।'

তারপর ফিরে গেছি।

সহসা আকাশে
অজস্র আলোকপুঞ্জ জ্বলে উঠে শুধালো আমাকেঃ
'কাকে বেশি ভালোবাস?
জীবন অথবা মৃত্যু
কে তোমার প্রিয়তম আজো?'
বললাম তাকেঃ
'মৃত্যুর ভেতরে জন্ম।
জন্মের ভেতরে
মৃত্যুর অমোঘ দীপ্তি।
তাই শুধু তাকে

যে নারী সুপ্রিয় স্নিগ্ধ
জন্ম আর মৃত্যুর ভেতরে
ভালোবাসি দ্বিধাহীন নিজস্ব বিশ্বাসে।'

তোমার মুখশ্রী থেকে জ্বালাবো উজ্জ্বল:
তোমার দেহের
লাবণ্যে সমগ্র বিশ্বে ছড়াবো মহিমা।
বুকের ভেতরে
অনির্বাণ উত্থিত নিরালা
করবো সহজে পূর্ণ।
তোমার মুখের
আলোকে জ্বালাবো দীপ
এই ভেবে—
এসেছি তোমার কাছে
শব্দহীন হে প্রথম নন্দিত মহিমা।

অনুভব

ভোরের জবাকুসুম রৌদ্রে
ভাবনাগুলোকে
ছড়িয়ে দিতে দিতে
আমি পুনর্বার
সেই অনন্ত ইথারে অবগাহন করলাম।
সমস্ত আকাশ
তোমার চোখের মতো প্রত্যাশায় জ্বলে উঠলো।

চরাচরের ব্যাপক আলোড়নে
দেখতে পেলাম
দিগন্ত প্রসারিত তোমার মুখশ্রী।
এক অপরিসীম স্তব্ধতায়
উন্মোচিত
তোমার অবয়ব।

সেই উন্মোচিত অবয়ব স্পর্শ করতেই
এক ঝাঁক বাদামি অন্ধকার
কেশর দুলিয়ে
উড়ে গেল অন্য এক অভিসারের দিকে।
শব্দহীন অভিশাপ
আমার সত্তাকে
শঙ্খচূড়ের মতো ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগলো।

ভয়ানক চিৎকার করে উঠলাম।
ভালোবাসার জন্য
নিজেকে ক্রমাগত নিঃশেষ করে দিতে দিতে
লক্ষ্য করলাম
সেই দিগন্তহীন শূন্যতার মধ্যে
দ্বিধাহীন ভেসে চলেছি।

ভালোবাসার মুখ

এক

কালো ঘোমটার আড়ালে
অতন্দ্রিত
সেই স্নিগ্ধ ভালোবাসার মুখ।

যাকে দু'হাতে আঘাত করেছি
যার প্রচ্ছন্ন করুণা থেকে
ছিনিয়ে নিয়েছি
ভোরের মতন নম্র
নির্জনতার প্রতিচ্ছবি ফুল,
প্রকাশ্য দরজায়
আহত করেছি যার স্বপ্নিল শুভ্রতা।

হে আনন্দ!
অবেলার শব্দহীন রৌদ্রে
আকাশ সাঁতার ক্লান্ত
সেই সব দীপ্তিহীন পাখিদের মতো
কোন নিথর সংবাদ
ঠোঁটে করে
আর কোনও স্তব্ধতায়
আমাকে ডেকো না।

জাফরাণি রঙের শাড়িতে
দেহ জড়িয়ে
পাহাড়তলীর কোনও গ্রাম
কিংবা কোনও স্বচ্ছ করতোয়া নদীর

কম্প্র শীতলতায়
আমাকে আর বন্দী করতে চেয়ো না।

দুই

সমস্ত আকাশ আজ বর্ণহীন।
সূর্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও
সূর্যমুখির মতো কোনও রক্তিম ভালোবাসায়
অবগাহন করতে পারিনা।
কেননা হৃদয়
নিশাচরের মতো রিক্ত।

বুকের রক্তাক্ত ভালোবাসাকে
প্রবল কশাঘাতে
তাই আমরা আহত করেছি।
তার প্রচ্ছন্ন করুণা থেকে
ছিনিয়ে নিয়েছি
নির্জনতার প্রতিচ্ছবি ফুল।
প্রকাশ্য দরজায়
আহত করেছি তার স্বাপ্নিল শুভ্রতা।

হে আবহমান পটভূমি
তবু ভালোবাসার সেই স্নিগ্ধতম নাম
যেন ভুলিতে দিও না।

প্রতিটি ভোরের
অনিবার্য জাগরণের কল্লোলধ্বনিতে
যেন তোমার অমল স্পর্শ
সর্বাঙ্গে ধারণ করে
নিরাময় জেগে উঠতে পারি।

কত সহস্র বৎসর
সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে
প্রার্থনা করেছি
তোমার চোখের জলে
পরিশুদ্ধ
আমলকি বনের প্রতিধ্বনি।
তোমার নির্জন কণ্ঠে
সুবর্ণ শঙ্খের মালা
পরিয়ে দেবার বাসনায়
কতো দিগন্তহীন শূন্যতার মধ্যে
পরিভ্রমণ করেছি।

তিন

সমুদ্র গভীর থেকে
কে আমায় দ্বিধাহীন ডেকে চলেছো?
কে? কে বিষাদ
ডেকে যাচ্ছো অবিরাম ধ্বংসের তিমিরে?

কিন্তু না—
হে কৃতঘ্ন অন্ধকার
আমাকে আর পরিণামহীন নির্বাসনে
ভাসাতে পারবে না।
তোমার অভিশাপের বিনষ্ট গোলাপ
টুকরো টুকরো করে
ছড়িয়ে দেবো
সেই সকালবেলার জবাকুসুম রৌদ্রে।
তোমার অভিশাপগুলিকে
চূর্ণ বিচূর্ণ করে
স্বচ্ছ শীতল এই নির্মতিঝোরায়
অবগাহন করবো।

বুকে বুকে রেখে
ভালোবাসার সেই নিরন্তর উত্তাপে
গলে গলে
গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনায়
বাংলায়-ভারতে-বিশ্বে
নিরবধিকাল ধরে প্রবাহিত হতে থাকবো।

চার

এক উজ্জ্বল প্রতিধ্বনির ভেতর দিয়ে
ক্রমাগত ছুটে চলেছি
অন্য এক উজ্জ্বলতর অভিসারের দিকে।

আমাকে ঘিরে
সেই স্নিগ্ধ ভালোবাসার মুখ।
সরবতের মতো মনোহর
তার স্তনাগ্রচূড়ায়
সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের ক্রীড়াভূমি।

নক্ষত্রপুঞ্জের থেকে
বিকীর্ণ আলোর জ্যোতিঃ
কোটি কোটি আলোকবর্ষ পার হয়ে
এক নয়নাভিরাম সুদৃশ্য প্রান্তরে
যেন আমাকে
অভিবাদন জানাচ্ছে।

গ্রহ আর নক্ষত্রের ভাসমান শিলায়
শূন্য থেকে শূন্যে
আলো থেকে অন্ধকারে
অন্ধকার থেকে আলোতে
জন্ম থেকে অন্য জন্মের মোহনায়
আমি উদ্ভাসিত।

আমাকে ঘিরে
ভালোবাসার সেই স্নিগ্ধ মুখ ॥

তোমার নাম ধরে

সেই শব্দহীন অরণ্যে
যেতে যেতে
আমি তোমার নাম ধরে ডেকে উঠলাম।
সমস্ত প্রান্তর
ভোরের মতন স্নিগ্ধ প্রত্যাশায় নীল হয়ে উঠলো।
এক ঝাঁক মাছরাঙা পাখি
ডানা ঝটপট ক'রে
উড়ে গেল দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে।

ক্রমশঃ দেখতে পেলাম
তোমার বুকের মতো মনোহর
ভোরবেলার সূর্যোদয়।
রক্তের ভেতরে
এক কোটি বৎসর আগে যে বৃক্ষের ছায়ায়
পা ভিজিয়ে
দ্বিধাহীন বসেছিলাম,
তার প্রতিধ্বনি।
আমার আত্মায়
আশাহত কিশোরীদের তৃষ্ণার্ত চোখের আর্তনাদ।

অন্য কোনও পটভূমির ইতিহাস
আমি জানি না।
রক্তাক্ত সংগ্রাম,
ধ্বংস আর ধ্বংসকালীন যুদ্ধের বিভীষিকা
শুধু জানি
অবতরণের
সূর্য থেকে প্রতিসূর্যে পরিক্রমার নবীন বিস্ময়।

সেই শব্দহীন অরণ্যে
যেতে যেতে
আমি তোমার নাম ধরে ডেকে উঠলাম।
সমস্ত প্রান্তর
এক অবিস্মরণীয় প্রত্যাশার মধ্যে কেঁপে উঠলো।
রৌদ্রে অবগাহন ক'রে
আমি শুনতে পেলাম
জন্মদিনের প্রথম উচ্চারণ।

তোমার নাম ধরে ডেকে উঠলাম,
সমস্ত আকাশ
সূর্যোদয়ের মতো নিরাময় প্রত্যাশায় জ্বলে উঠলো।

কোনোখানে স্থিতি নেই

কোনোখানে স্থিতি নেই।
জয়
যেন বিবাহের প্রথম রজনী।
দ্বিধায় কম্পিত সব।
স্খলিত বিজন
বাসর রাত্রির প্রবণতা।

যেন সব ঘটে যায়।
সম্পন্ন তিমিরে
দূর থেকে ভেসে আসা ঝড়ের মতন
এক ঝাঁক শুভ্র রোদ
উড়ে আসে।
তাদের ডানার শব্দ
অন্ধকারে
ক্রমশঃ ছড়িয়ে যায়
অন্য এক গ্রহের প্রাঙ্গনে।

তারপর কথা হয়।
দূরের
আকাশ প্রান্তর হেঁটে দ্বিতীয়ার চাঁদ
নেমে আসে।

তোমার বুকের
    অভিরাম প্রতিধ্বনি হে'কে ওঠে—
'ফিরে যাই।
    এখন যাত্রার তরে পরিপূর্ণ সমস্ত বিজন।'

মুহূর্তে সাজানো ঘর
        ভেসে যায়।
ভয়ানক প্রতিশব্দ কে'পে ওঠে-
        বিদায়, বিদায়।
বিদায় শঙ্খের ধ্বনি
    পুরোনো গির্জার চূড়া
        বিদায়, বিদায়।

কোথায় উজ্জ্বল আছে

এক

আলোড়িত এ কোন পৃথিবী?
এ কি প্রতিধ্বনি?
সর্বত্র বিরাজে কার নিভৃত বেদনা?
কে তুমি অপাপবিদ্ধ?
রূপবান রৌদ্রের ভেতরে
এ কোন আনন্দ চেয়ে তোমার প্রতিমা
শব্দহীন আবির্ভূত?

দেখরে সর্বত্র তাই প্রখর দুর্গমে
অপরূপ দীপ্তি চেয়ে প্রেমিক নির্ঝর
বিভাজিত দিকে দিকে।
আবির্ভূত দুঃখের তিমিরে
এ কোন স্বরূপে ব্যাপ্ত প্রথম ঈশ্বর?

আদিম জন্মের ক্ষণে সেই কোন প্রখ্যাত প্রদোষে
অমৃত যন্ত্রণা স্পর্শে নবীন জীবন
দেখেছি পুষ্পিত সবে।
সেদিন আনন্দলোকে দেখেছি নির্ভয়ে
পত্রে-পুষ্পে পরিপূর্ণ নিবিড় নির্জন।

বুকের ভেতরে কোন জ্যোতির্ময় স্পষ্ট উচ্চারণে
দেখেছি উজ্জ্বল শিখা।
মুখর আভাসে
নক্ষত্রপুঞ্জের দেশে শ্যামলিন প্রত্যাশায় যেন রে ভীষণ
প্রাণের চঞ্চল শব্দ প্রথম উল্লাসে
শুনেছি প্রাঞ্জল হ'তে।
প্রেম চাই, প্রীতি চাই, আলো চাই, বলে
সূর্যে সূর্যে অভিনব তোমার মহিমা
দেখেছি বিস্তৃত হতে।

সেই কোন ভোরবেলা বিক্ষুব্ধ শিশিরে
জেনেছি জন্মের নাম
আজন্ম বেদনা।

এখনও সমস্ত ক্ষণ সেই একই বাঙ্ময় চেতনা
হানা দেয়ে নির্ধারিত বুকের দুয়ারে।
'জাগোরে মোহন জাগো'
এই বলে
মুহূর্তে চঞ্চল করে প্রত্যহ আমারে।
যেন ফের দূরদেশে
যাবার ক্ষণিক আগে বিদায় বিদায়- ।
ইথারে শব্দের স্রোতে প্রেমিক আহ্বান
পুনর্বার আন্দোলিত।
যেন রে কোথাও
কোনোখানে বসিবার দু'দন্ড সময়
পাবেনা হৃদয় আর।

তাই রোজ ভোরবেলা প্রত্যাশী শিশিরে
পাখির ডানার শব্দে
বিদায় বিদায়।
বিদায় প্রান্তর-ভূমি.
দূর অভিসারে
যাবার নিশ্চিত আগে. তোমাকে বিদায়।

দুই

হায় পটভূমি!
এখন আবার তুমি কোন দূরদেশে,
নিয়ে যাবে ক্লান্ত এই
বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে?
এখন হৃদয় চায় কোথায় নিমেষে
স্বাভাবিক পূর্ণ হতে?

কোথায় এখন ফের বিক্ষত আত্মার
উত্তরণ হবে কোন প্রার্থিত প্রান্তরে?
কোথায় নির্জনে
আবার প্রাঞ্জল হবো স্নিগ্ধ অভিসারে?

কোন দিকে ফিরে যাবো?
বলো কোন নবীন প্রদেশে
অমেয় স্তনের সুধা পান করে হবো উদ্ভাসিত?
কোথায় প্রাণের
বিপুল, বিহ্বল তৃষ্ণা অভিসারে ফের
স্বাভাবিক তৃপ্তি নিয়ে
জ্বলে উঠবে নির্ধাবিত নীরব আকাশে?

তিন

এখন কৃতঘ্ন বেলা।
আবছায়া অন্ধকারে এখন পৃথিবী
ব্যর্থতার স্তূপীকৃত ক্লান্তির ভেতরে
বেদনায় সমাহিত।
আহ্নিকের পরিণামে
ক্রমশঃ ধূসর রঙ আবির্ভূত ঝড়ে
আলোড়িত চতুর্দিক।
বিশ শতকের এই ঘৃণ্য স্তব্ধতার শেষে
এখন ধূসর, দীন, বিবর্ণ সময়,
ক্রুর, ক্লান্ত পটভূমি—
তোমার মুখের মতো কোনোখানে নেই
বলিষ্ঠ প্রাণের রঙে দীপ্ত বরাভয়।

রক্তের ভেতরে হিংসা, প্রতিহিংসা, পাপ, পরাজয়—
কোথাও বান্ধব নেই,
বন্ধুত্ব লোভের চেয়ে হিংস্র মনে হয়।

মনে হয় অন্ধকারে
কান্নায় আহত এই সন্ত্রস্ত মেদিনী।
সর্বত্র বিরাজে ক্লান্তি—
বাঁচার মতন যেন নেই প্রতিধ্বনি।

কুটিল তাতার হাঁটে।
যতদূরে চাই
যুদ্ধোন্মাদ বাতাসের পদভারে কম্পিত বিজন।
চতুষ্পার্শে বিধ্বস্ত দিনের
অবিরাম প্রতিশব্দ।
কোথাও আত্মার
অমল স্রোতের ধ্বনি শুনি না কোথাও।

চার

'জাগো-রে মোহন জাগো।'—
অন্যত্র প্রদেশে
এখন যাত্রার ধ্বনি উচ্চারিত।
দূরে
এ কোন চেতনাময় সুদূরে আহ্বান
দ্বিধাহীন উচ্চকিত?

তাহলে এবার এসো,
হে নারী বিচিত্র মহিমা,
অন্ধকার থেকে হও আলোকে ভাস্বর।
সৃষ্টির অমোঘ লগ্নে
যন্ত্রণার অমৃত আভাসে
পূর্ণ কর দুগ্ধবতী বুকের নির্ঝর।
এ জীবন পূর্ণ কর।
সভ্যতার এই নষ্ট পটভূমি থেকে
অন্য এক জ্ঞানময় ধ্বনিত আলোকে হেঁটে যাই।

দুঃখের তিমির ছিঁড়ে নিভৃত ক্ষমার
চলে যাই হে আনন্দ
নিভৃত আলোকে।

নক্ষত্রে নক্ষত্রে শোনো,
তাই আজ ধ্বনিরত সুদূর আহ্বান।
চঞ্চল চলার শব্দে তাই সে প্রান্তর
মুখর যাবার স্বপ্নে।
শব্দহীন সেইখানে যখনই তাকাই
শ্যামল ভোরের রৌদ্রে
প্লাবিত অম্বর,
স্নেহময় উদ্ভাসিত।

তুমি সেই আলোকিত দেশে
সজ্জিত বাসর ঘরে
ডাক দাও নির্ধারিত।
যেন ভালোবাসে
সর্বস্ব হারিয়ে রিক্ত তুমি কোন দৈবত মহিমা।
কেমন রমণী তুমি?
সর্বাঙ্গে তোমার
নবীন বনের শোভা পল্লবিত।
সম্পন্ন বুকের
আশ্রয়ে লালিত শান্তি ক্ষণস্থায়ী আসন্ন দুঃখের।

পাঁচ

আলোড়িত এ কোন পৃথিবী?
কোন দূরদেশে
যাত্রা শুরু হবে কোন প্রার্থিত সীমায়?

হে'কে ওঠে প্রতিধ্বনি বুকের ভেতরে—
'ভাসাও নিজস্ব তরী।
দুস্তর ঝঞ্ঝায়—
মৃত্যুর শীতল ভয় ছিন্ন করো।
এসো অভিসার,
যাত্রা করি সেই দূর প্রান্তিক প্রদেশে।'

যাই তবে চলে যাই।
হে প্রবীন আত্মীয় পৃথিবী
নবরূপে আবির্ভূত তোমার ছায়ায়।
ধ্বনিত বৃক্ষের কাছে
অথবা আলোর সেই আবৃত নির্ভয়ে
চলে যাই প্রত্যাশিত।

প্রতি জন্মে অনিকেত এই তো জীবন—
শুধুমাত্র স্বপ্নময় চলার সংগ্রাম।
এক পটভূমি থেকে অন্যত্র প্রদেশে
শুধু ফিরে যাওয়া।
দুদণ্ড যাত্রার আগে ক্ষণিক বিরাম—
শুধু এই বিবর্তন।

ছয়

অরণ্যে ছিলেম একা।
ক্লান্ত, নগ্ন—
সেদিন ছিলোনা কোন ঐশ্বর্য আমার।
তারপর এলে তুমি,
বনের ভেতর থেকে সহসা নির্জন
বৈচিত্র্যের আবির্ভাবে
জাগালো প্রত্যাশা।
চোখ মেলে সেদিন প্রথম
দেখলাম সর্বত্র নিখিলে
তোমার উজ্জ্বল ধ্বনি প্রবাহিত।

তোমারই চলার ছন্দে বহমান ঝড়
ভয়ানক আন্দোলিত।
স্তব্ধতায় সমাহিত দেখলাম সম্মুখ প্রান্তরে
সহসা তোমার স্পর্শে মন্দ্রিত নির্ঝর।

আবার দুর্গম রাত্রি।
এক যুগ হাঁটবার পর
আবার সংক্ষিপ্ত রাত্রি নিয়ে আসে
পার্থিব আঁধার।
পাখিরা গাহেনা গান. . . . ...
হিজল বনের পাশে সজল পাহাড়ে
হরিণের পদশব্দে
জাগেনা কোথাও আর প্রেমিকের মন।
কেবল সংশয়
রক্তের ভেতরে কাঁপে.. .....
সন্ত্রস্ত গভীরে
কেঁপে ওঠে ব্যর্থতার তীব্র পরাজয়।

সাত

কোথায় উজ্জ্বল আছে?
জবাকুসুম বর্ণে কোথায় সুন্দর?
আমি চাই সুন্দরের
সম্পূর্ণ বিজয়।

হে অন্তর্গত প্রেম!
মাতৃ জঠরের মতো
দীপ্যমান সৃষ্টির প্রবাহ......
আমাকে গ্রহণ কর।

জীবনে আবার
অমৃতের প্রতিধ্বনি জাগাও উচ্ছ্বাসে।

তৃষ্ণায় আহত বক্ষ।
নতুন প্রেমের
নতুন গানের আর নতুন প্রাণের
প্রত্যাশায় ক্লান্ত আজ নিজস্ব হৃদয়।
বিশ শতকের এই ঘৃণ্য অবসাদ থেকে
হে প্রেম
জাগাও নবীন রক্তে দীপ্র বরাভয়।

আট

চলেছি কোনদিকে?
সুদূর কোনদেশে?
জানিনা কিছু তার।
তোমাকে ভালোবেসে
চলেছি দ্বিধাহীন।

সম্মুখে দুর্গম
পথের ভয়াবহ।
জানিনা কোনদিকে
কোথায় আছো প্রেম
নীরব উজ্জ্বল?

জীবনে আলো চাই,
নিবিড় ভালোবাসা
ভোরের নির্মল।

বাঙলাদেশ : স্বপ্নে জাগরণে

বাংলা মা

সেদিন বলেছিলে আবার দেখা হলে
কখনো ভোরবেলা মৌনী গোধূলিতে ;
নীরব পিপাসার প্রান্তে বারেবার
কেবল ভালোলাগা শ্যামল চাহনিতে—

হয়তো পাবো ফিরে নদীর শীতলতা,
স্বপ্নে জাগরণে বাঙলা মা-
তোমার মত নয় জীবনে কেউ আর
এমন রূপময় কোথাও কেউ না।

অগ্নিগর্ভ বাঙলাদেশ

আর কত রক্ত চাস
সিংহচর্ম পরিহিত ক্ষুধার্ত শৃগাল?
অসহায় মানুষের রক্ত-মাংস-হাড়
খেতে চাস নির্বিচারে
আর কতোকাল?

এখনো মেটে নি সাধ?
শোন তবে বলি—
অগ্নিগর্ভ বাঙলাদেশে পদ্মায় মেঘনায়
জনতার রোষবহ্নি উঠেছে উচ্ছলি।
আর তবে মৃত্যু নয়;
চেয়ে দেখ জঙ্গীশাহী চতুর পাঠান,—
জাগ্রত বাঙলার বুকে হাজার হাজার
চলেছে মুক্তির ফৌজ;

দিকে দিকে আন্দোলিত জয়ের নিশান।
এবার সমাপ্তি তোর।
কোনোদিকে আর
পালাবার পথ নেই।
সর্বত্র সমর সাজ,
পথে পথে যুদ্ধরত সৈনিকের গানঃ
'এ দেশ আমার দেশ,
আমরা স্বাধীন।'
স্বপ্নের আকাশে আর মনের মাটিতে
জাগছে ফুলের মতো
প্রত্যাশায় আলোড়িত রৌদ্রময় দিন।

সৈনিক হেঁকে ওঠো

এখন সমস্ত ভয় ভেঙ্গে চূরমার করে দিতে হবে।
স্তূপীকৃত কঠিন কুয়াসা
দু'হাতে ভাঙতে হবে ভীষণ বিক্রমে।
জড়তা, ভীরুতা সব
মানুষের মন থেকে স্বাদহীন সঞ্চিত হতাশা
এখন সরাতে হবে দুর্জয় বিশ্বাসে।

হাতে হাত মেলাবার এসেছে সময়।
শ্রমিক, কৃষক—
মেহনতী জনতার প্রবাহিত সমস্ত চেতনা
একত্র মেলাতে হবে।
আঘাতে আঘাত হেনে রাশীকৃত পথের প্রস্তর
ভাঙতেই হবে জানি।
নাহলে এবার
ক্রমাগত রুদ্ধ হবে বাঁচবার নিশ্চিত এষণা।

আহ্নিকের পরিণামে অনিবার্য এসেছে সময়।
হে প্রতিধ্বনিত আকাশ,
বিপ্লবী বাঙলার বুকে বহমান হে ধ্বনিত প্রবাহ
ভীষণ আঘাত হানো নিশ্চল পাথরে।

ভাঙো সব সীমারেখা।
দস্যুতার পুঞ্জীভূত সমস্ত বেদনা
এখন প্রশান্ত কর।
বাঁচবার নির্ধারিত শ্যামল উচ্ছ্বাসে
সৈনিক হেঁকে ওঠো—
ওড়াও প্রান্তরে দীপ্ত স্বাধীন পতাকা॥

মুক্তিযোদ্ধার গান

আর নয়, আর নয়, এইবার আর না,
অসহায় বসে বসে প্রতিদিন কান্না।
আঁধারের বুক দীপ এইবার জ্বলবোই,
কশাঘাতে শোষণের বেড়াজাল ভাঙবোই,
আমরাই গড়বো আমাদের বঙ্গ—
প্রীতি আর গীতি ভরা অভিনব বঙ্গ।

এই রাত যেন আজ শপথের রাত্রি,
আমরা ভোরের পথে সব আজ যাত্রী:
বেয়নেট হাতে যত আসে আজ হানাদার
ভয়ানক প্রতিঘাতে রুখবোই এইবার—
প্রতিদিন লুটে নেওয়া জহরৎ পান্না
আর নয়, আর নয়, হুঁশিয়ার আর না।

বাঙলাদেশঃ স্বপ্নে জাগরণে

অনেক বছর তুমি অত্যাচার সয়েছো, বাঙলাদেশ।
অনেক বছর তোমার রক্তে
ভেসে গিয়েছে দগ্ধদীর্ণ সবুজ প্রান্তর।

গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে
তোমার কুটির থেকে উঠেছে ধর্ষিতা নারীর আর্তনাদ।
ওদের ধর্মান্ধ বুলেটে
ক্ষত বিক্ষত হয়েছে তোমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।
তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার নামে
তোমার অভিশাপ আর অশ্রুজলকে মুছিয়ে দেবার নামে
ওরা রক্তাক্ত করেছে তোমার হৃদয়।
রিক্ত করেছে তোমার ঐশ্বর্য
আর বিনষ্ট করেছে তোমার অমলিন সৌন্দর্যকে।

প্রতিটি মানুষেরই বেঁচে থাকবার অধিকার আছে।
সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে
অতর্কিত পদাঘাতে
ওরা স্তব্ধ করেছিলো তোমার অমল কণ্ঠস্বর।
তোমাকে বুঝিয়েছিলো
একদিন আল্লাহ্ সমস্ত মানুষকেই মুক্ত করবেন।

অথচ তোমার চোখের জল তবু থামেনি।
ওদের চক্রান্ত আর কুটিল ব্যবহারে
ক্ষত হয়েছে তোমার বক্ষোদেশ।
রক্তে লাল হয়ে উঠেছে মেঘনার জল—

তোমার কণ্ঠ ভেদ করে
জেগে উঠেছে এক নিদারুণ হাহাকার।
দিনে দিনে শুধু পিষ্ট হয়েছো তুমি,
তোমার আর্তনাদে কেঁপে উঠেছে চতুর্দিক।

তবু ওদের ঘুম ভাঙেনি।
ঘুম ভাঙেনি ডলার সম্রাট আর পিংপং প্রভুদের
তাই সমস্ত শক্তিতে জেগে উঠেছো তুমি—
ভয়ংকর প্রতিঘাতে
চূর্ণ করেছো ওদের দম্ভের উদ্ধত বনিয়াদ।
তোমার নির্ভীক ইঙ্গিতে
পদ্মায় মেঘনায় জেগে উঠেছে
এক সংহত প্লাবন।
সেই প্লাবনের নির্মল স্রোতোধারা
মুছে দিয়েছে তোমার অশ্রুজল।
ধুয়ে দিয়েছে তোমার সমস্ত শরীরের
চাপ চাপ রক্তের দাগ।

চমকে উঠেছে সারা পৃথিবী—
আতঙ্কে চোখে মেলে
দেখতে পেলেন ডলার সম্রাট আর পিংপং প্রভুরা,
নতুন সূর্যোদয়ে উদ্ভাসিত তোমার মুখশ্রী।
তোমার কণ্ঠে
মৃত্যুঞ্জয়ের বজ্রকঠিন সুর।

সূর্য উঠেছে। তোমার বুকের উপর
ভূমিষ্ঠ শিশুর মতো শুয়ে আছে এক পবিত্র সকাল।
ক্লেদাক্ত অন্ধকারের আস্তরণ ছিন্ন করে
উঠে দাঁড়িয়েছো তুমি
এক স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশ।

মাটিতে ছিটকে পড়া
তোমার চাপ চাপ রক্ত থেকে
মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে হাজার হাজার সূর্যমুখী।
তোমার মুখশ্রী থেকে একদিন
সারা পৃথিবীর মানুষেরা
জেবলে নেবে তাদের স্বাধিকারের সম্ভ্রান্ত প্রদীপ।